COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

অঙ্কুর

Strømme Foundation

স্ট্রম ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কতৃক পরিচালিত সিডস প্রকল্প কার্যক্রমের মাসিক বুলেটিন, জানুয়ারী ২০১৭ ফাল্গুন ১৪২৩

কোস্ট ট্রাস্ট সিডস প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে

২০১৪ সালের জুন মাসে শুরু হয়েছিল কোস্ট ট্রাস্টের সিডস প্রকল্পটি। ২০১৭ সালের জানুয়ারী মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত চলেছে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন দাতা সংস্থা কতৃক নিযুক্ত জনাব,সুভাষ গমেজ। তিনি কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এবং রামু উপজেলার রাজারকুল এবং গর্জনিয়া ইউনিয়নে সিডস প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে গিয়ে উপকার ভোগীদের অগ্রগতি দেখেন। কাজের অগ্রগতি কতটুকু হওয়ার কথা এবং বর্তমানে কতটুকু হয়েছে সেইটা তিনি নিরুপন করার চেষ্টা করেন। সংলাপ,ব্রিজ স্কুল,স্ব নির্ভর দল এবং কোয়ালিটি স্কুলের কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের সাথে তিনি কথা বলেন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে। তিনি প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মীর সাথে কথা বলেন প্রকল্পের কার্যক্রম,অগ্রগতি,সুপারিশ এবং বিদ্যমান সমাস্যা সমূহ নিয়ে। প্রকল্পে কর্মরত কর্মীগণ ছাড়া ও তিনি সরকারী বিভিন্ন কমকর্তাদের সাথে কথা বলেন আমাদের প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ নিয়ে। তিনি মূলত প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এবং কৃষি কর্মকর্তার সাথে কথা বলেন।

দিলবর বেগম এখন দলের অন্যদের জন্য উদাহরন

দিলবর তার ছাগলের পরিচর্যা করছে।

দিলবর বেগম (৪২) মাত্র ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। শশুর বাড়ি মহেশখালী উপজেলায়। যৌথ পরিবারে তার সংসার শুরু হয়েছিল। বসবাস করার জন্য জায়গা ছিল কম, কিন্তু পরিবারে সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক। অন্যদিকে বেড়ি বাধেঁর পাশে ছিল তাদের বসতি। এক সময় জোয়ারের পানিতে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে দিলবর চলে আসেন কক্সবাজার সদর উপজেলার রাস্তার পাড়া বেড়িবাঁধ এলাকায় স্বামী সন্তান সহ। তার পাঁচ ছেলে এবং দুই মেয়ে। স্বামী লেদু মিয়া (৪৭) এবং বড় ছেলে আলী হোসেন (২৫) বঙ্গোপ সাগরে মাছ ধরে অন্যের নৌকায়। দিলবর কাজ করতেন অন্যের বাড়িতে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ায়
অভাব অনটন সংসারে লেগেই থাকত। ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে দিলবর কোস্ট ট্রাস্ট সিডস প্রকল্পের এফ,ডি,পি পরিবারের আওতাভুক্ত হন। তিনি পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের তার স্বপ্ন সমূহ ব্রাউন পেপারে অংকন করেন। সিডস প্রকল্পের মাধ্যমে সে উন্নত ভাবে,হাসঁ-মুরগী,গরু ছাগল পালন এবং শাক সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ এবং কৌশল সমূহ রপ্ত করেন। তার মধ্যে আছে অসীম সাহস এবং স্বপ্ন। এই দুইটিকে পুজিঁ করে সে এগিয়ে চলছে। তার বর্তমানে ১৪টি ভেঁড়া, ৬টি ছাগল, ২টি গরু, ১৯টি মুরগী এবং ৪টি হাঁস রয়েছে। সে বাধেঁর পাশে সীম এবং টমেটোর চাষ করেছে। তাকে কমিউনিটি সার্ভিস প্রোবাইডার সার্বিক ভাবে সহযোগীতে করে যাচ্ছে। তার বর্তমানে মাসিক আয় ৭০০০-৮০০০টাকা। তার সপ্ন সে একটি রেজিস্ট্রিকৃত জায়গা ক্রয় করবে বসতির জন্য। সে আর বাধেঁর পাশে কিংবা সরকারের খাস জমিতে থাকতে আগ্রহী নন। তিন ছেলে বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়ে নাছিমা আক্তার কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত সংলাপে এবং ছেলে মোবারক (৫) মক্তব ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। সে স্বপ্ন দেখে তার বাচ্চা গুলো অভাব মুক্ত হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

শাপলা স্ব-নির্ভর দল সফলতার পথে এগিয়ে চলছে

রামু উপজেলার ফতেখারকোল ইউনিয়নের চালইন্যা পাড়া স্ব-নির্ভর দল এখন অন্যদের জন্য উদাহারণ। ২০১৫ সালে এই দলটি গঠিত হয়েছে। দলে সর্বমোট ১৫ জন সদস্য রয়েছে। তারা কোস্ট ট্রাস্ট সিডস প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যেমন: উন্নত ভাবে হাসঁ-মুরগী, ছাগল পালন,গরু পালন এবং শাক সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রতি সপ্তাহে রবিবার এবং মাসে চার বার তারা দলে সভা করে। তারা প্রত্যেকে সঞ্চয়ের সাথে জড়িত। প্রতিজনে ২০টাকা করে সঞ্চয় করে। তারা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যংক রামু শাখায় একটি ব্যংক হিসাব খোলেছে যার নাম্বার হল ১০২৬৭। বর্তমানে লাভ সহ সঞ্চয় হল তাদের ৪৬২০০ টাকা। ২০১৬ সালে তারা ১৪,৪০০ টাকা লাভ করেছে বিভিন্ন আইজিএ মুলক কাজ করে। দলের সবাই মিলে তারা জায়গা বর্গা নিয়ে বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ করছে এবং ২০১৬

সালের ডিসেম্বর মাসে একটি গরু ক্রয় করেছে যার বাজার মূল্য ২৫,০০০ টাকায়। তারা এখন একতায় বিশ্বাসী এবং দলে কাজ করতে আগ্রহী। তাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার। তারা একটা বিষয় বোঝতে পেরেছে শিক্ষা ছাড়া কোন ভাবেই কোন পরিবারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তারা শপথ করেছে পরিবারের প্রত্যেকটা ছেলেকে তারা শিক্ষিত করে তোলবে।

সংলাপ কিশোরী ঝর্ণা মণি আবার ও স্কুলে ফিরে গেছে

রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন দূরবতী একটা ইউনিয়ন। কাউয়ারখোপ ইউনিয়নে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে কোস্ট ট্রাস্ট একটি সংলাপ কেন্দ্র করে। ঝর্ণা মণি কাউয়ারখোপ পশ্চিম পাড়া সংলাপ কেন্দ্রের একজন কিশোরী ছিল। সে ২০১৫ সালে সপ্তম শ্রেণী থেকে মূলত ঝড়ে পড়েছিল। সে সংলাপে এসে জীবন সম্পৃক্ত নানান বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করেছে এবং জীবন দক্ষতা মূলক শিক্ষা অর্জন করেছে। সর্বোপরী সে বোঝতে পেরেছে স্কুলে ফিরে না গেলে সে কোন ভাবেই তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেনা। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই সংলাপটি শেষ হয়। সংলাপ শেষ করে সে ২০১৭ সালে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। সে স্বপ্ন দেখে একজন শিক্ষক হওয়ার। সংলাপে সে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সে এখন সেলাই এর কাজ করতে পারে। স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি সে বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজ করতে আগ্রহী। আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজ করে যে টাকা আয় হবে সে ঐ টাকা দিয়ে তারপড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে চায়।

কিশোরীদের সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্টান সম্পন্ন হয়েছে

রামু উপজেলার কাউয়ারখাপ,রাজারকোল,ফতেখারকোল এবং গর্জনিয়া ইউনিয়নে ২০১৬ সালে সমাপ্ত হওয়া সংলাপ কিশোরীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্টানে সবমিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন কিশোরী উপস্থিত ছিল। উক্ত অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামু উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব,ফরিদা ইয়াছমিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব,শিরিন আক্তার এবং জাগো নারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শিউলী শর্মা এবং ফতেখারকোল ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বার রাবেয়া বশরী। অনুষ্টানের শুরুতে কিশোরীরা সংলাপ সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমবেত কণ্ঠে। এর পর কিশোরীদের মধ্য হতে দুই জন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

কমিউনিটি সেবাদানকারী (প্রাণী সম্পদ) স্ব-নির্ভর দলকে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা দিয়ে যাচ্ছেন

চাঁদের হাসি স্ব-নির্ভর দলকে প্রাণী সম্পদের উপর ধারনা দেয়া হচ্ছে।

কোস্ট ট্রাস্ট সিডস প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্ম এলাকার বারটি ইউনিয়নে ২৯০ টি স্ব-নির্ভর দলকে সহযোগীতা দেয়ার লক্ষ্যে ২৪ জন কমিউনিটি সেবাদানকারী-(প্রাণী সম্পদ) তৈরী করা হয়েছে। তাদেরকে ছযদিন ব্যপী মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইদিন ব্যপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। তারা পরিকল্পনা করে প্রতি মাসে প্রতিটি দলে গিয়ে প্রাণী সম্পদের উপরে দলের সদস্যদেরকে ধারনা প্রদান করেন। প্রতিটি উপজেলায় প্রাণী-সম্পদ অফিসে দেখা যায় লোকবল কম। প্রতিটি উপলোয় কমপক্ষে লাখের উপরে জনসংখ্যা রয়েছে। এই বিশাল জনসংখ্যাকে উপজেলা প্রাণী সম্পদের একার পক্ষে সাপোর্ট দেয়া সম্ভব নয়। কমিউনিটি সেবাদানকারীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের কর্ম এলাকার স্ব-নির্ভর দলের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকমীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।

সিডস প্রোগ্রাম, কোস্ট কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
ফোন: ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্স: ০৩৪১-৬৩১৮৯, মোবাইলঃ ০১৭১৩-৩২৮৮২৭।
ই-মেইল:

web: www.coastbd.net